তারিখ: 12 JUL 2017
পৃষ্ঠা: ... কলাম: ...

সংবাদ

১২ লাখ শিক্ষার্থীর জন্য ৬ লাখ বই, এটা কি শিক্ষা সংকোচনের সিদ্ধান্ত

একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি হওয়া প্রায় সাড়ে ১২ লাখ শিক্ষার্থীর জন্য খোলাবাজারে সরকার নির্ধারিত মূল্যে বিক্রির লক্ষ্যে প্রতি বিষয়ের জন্য বই ছাপানোর অনুমোদন দেয়া হয়েছে মাত্র ছয় লাখ কপি (বাংলা ও ইংরেজি)। এর ফলে দেশের প্রায় অর্ধেক শিক্ষার্থী সরকার অনুমোদিত বই পাবে না। তাদের খোলাবাজার থেকে চড়ামূল্যে নকল বই কিনে পড়তে হবে। এতে এনসিটিবিও (জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড) প্রায় এক কোটি টাকার রয়্যালিটি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এ নিয়ে গত রোববার সংবাদ প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে।

সাড়ে ১২ লাখ শিক্ষার্থীর জন্য মাত্র ৬ লাখ বই ছাপানোর অনুমোদন দেয়া হয় কিভাবে সেটাই প্রশ্ন। বাকি সাড়ে ৬ লাখ শিক্ষার্থী কি করবে। স্বাভাবিক ভাবেই সেই বই নকল হবে, বইয়ের দাম বাড়বে। এতে দুটি সমস্যা হবে। প্রথমত, নকল বই বের হবে। দ্বিতীয়ত, বই বেশি দাম দিয়ে কিনতে হবে। নকল বইয়ের বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মান খারাপ থাকে এবং ভুল-ভ্রান্তি হওয়ার আশঙ্কা থাকে সেটা শিক্ষার্থীদের শিক্ষা জীবন ব্যাহত করবে। আবার বেশি মূল্য হলে শিক্ষার্থীরা বই কিনতে হিমশিম খাবে। কারণ একটা-দুটো নয়, অনেক বই কিনতে হবে।

বাস্তবতা হচ্ছে, দেশের অনেক শিক্ষার্থী আছে, যাদের পক্ষে আসল মূল্যে বা কম মূল্যে বই কেনাই কঠিন হয়ে যায়। সেখানে বইয়ের দাম যদি বেড়ে যায় তখন তাদের পক্ষে বই কেনা বা পড়াশোনা করা কঠিন হয়ে যাবে। এ কারণে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা জীবন যদি ব্যাহত হয় তাহলে এর দায়টা কার। নাকি শিক্ষা সংকোচনের লক্ষ্যেই শিক্ষার্থীর সংখ্যার অর্ধেক সংখ্যক বই ছাপানো হচ্ছে?.

এটা তাদের মৌলিক ব্যর্থতা। এই ব্যর্থতা মেনে নেয়া যায় না। এ বিষয়টির একটি সুরাহা করতে হবে। প্রত্যেকটি শিক্ষার্থীদের হাতে বই পৌছাবে এটা সরকারের ঘোষিত নীতি। এবার একাদশ শ্রেণীর বই ছাপানোর বেলায় এই নীতির ব্যত্যয় ঘটানো হচ্ছে কার নির্দেশে বা কাদের স্বার্থে? এক্ষেত্রেও কি বিশেষ মহল তৎপর।

শিক্ষার্থীদের শিক্ষা জীবন কোনো কারণে ব্যাহত হোক, সেটা আমরা চাই না। যে কোনো মূল্যে তাদের সবার হাতে সহজে সুলভে মানসম্মত বই পৌছে দিতে হবে।